দামুড়হুদা চিৎলায় জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা সদরে চিৎলা গ্রামে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার বিকাল ৫ টার দিকে দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আয়োজনে এই সাধারণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা নায়েবে আমির ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মাওঃ মো: আজিজুর রহমান।

এসময় তিনি বলেন, স্বৈরাচারী খুনি হাসিনা যখন ক্ষমতায় ছিল তখন আমরা জামায়াতের নেতা কর্মীরা ঠিক মতো একটি রাতো ভালো ভাবে ঘুমাতে পারিনি, একেরপর এক গায়েবি মামলা দেওয়া হতো আমাদের নামে,আর আমরা যখন জেলে যেতাম মনে হতো আমরা বড় সন্ত্রাসী তখন আমাদের জায়গা হতো জেলের মধ্যে আরেকটা জেল তার নাম সেল,আর সেই সেলে থাকাটা খুবই কষ্টকর। তার পরও আমরা জেলে গেছি সম্মানের সহিত এবং বের হয়েছি সম্মানের সহিত। আল্লাহ কোথায় দেখেন আজ সেই স্বৈরাচারী সরকারের এক মন্ত্রী যিনি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ধংসের দ্বার প্রান্তে নিতে সফল হয়েছে, তিনি হলেন স্বৈরাচারী সরকারের প্রথম হলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী তারপর শিক্ষা মন্ত্রী, শেষে হলেন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি, আমরা প্রথমে মনে করছিলাম উনি মনে হয় ভালো, কিন্তু পরে দেখি ভালো মধ্যে কালো কিন্তু কালোর মধ্যে যে এত কালো আমরা কখনো ভাবতে পারিনি। সেই মন্ত্রীকে যখন আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন সাধারণ মানুষ তাকে ঘুষি, লাথি, থুতু মেরে ধিক্কার জানাচ্ছিল, এই হলো কর্মের প্রতিদান।তাই এদের থেকে এই জাতিকে শিক্ষা নেওয়া দরকার, জামায়াতে ইসলামীর আদর্শ হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম পরিপূর্ণভাবে শান্তি ও সমাধানের জীবন বিধান। আমরা সেই আলোকেই নিজেদেরকে গড়ে তুলি সেভাবেই দলকে, কর্মীদেরকে গড়ে তোলার চেষ্টা করি। আমাদের ডিকশনারিতে নাশকতার কোনো স্থান নেই। দীর্ঘদিন পরে খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে আমরা নতুন করে বাংলাদেশ গড়ার জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। উপজেলার কোথাও কোন নাশকতা ভাঙচুর করা যাবে না, যারা করবে তাদেরকে ধরে আইনের হাতে তুলে দিতে হবে। সম্পদ নষ্ট করলে তা আমাদের দেশের জন্য মানে আমাদের নিজেদেরই

ক্ষতি হবে। আমরা কোথাও কোন নাশকতা হতে দেব না কোথাও কোনো নাশকতার সংবাদ পেলে সাথে সাথে তা জনগণকে সাথে নিয়ে প্রতিহত করতে হবে।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আমির মো: আবুল বাশার এর সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা আমির মো: নায়েব আলী, উপজেলা নায়েবে আমির মো: নজরুল ইসলাম, উপজেলা সেক্রেটারী মাও: মো: আব্দুল গফুর, উপজেলা সহকারী সেক্রেটারী মো: রফিকুল ইসলাম জিয়া, উপজেলা সহকারী সেক্রেটারী মো: আবেদ উদ্দৌলা। হাউলী ইউনিয়ন আমির মো: ওবায়দুর রহমান, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আমির মো: আব্দুর রশিদ, নাটুদা ইউনিয়ন আমির, মাওঃ ফজলুল হক, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মাওঃ আবু হানিফা, মো: মুহসিন আলী, এখতিয়ার রহমান শামসুজ্জুহা মাওঃ আব্দুল খালেক, মো: ইসমাঈল হোসেন, মো: আব্দুল গাফফার, মো: আবুস সাত্তার মো: হাবিবুর রহমান, মো: শামসুল ইসলাম, এ্যাডঃ হাসিবুল ইসলাম সহ জামায়াতের বিভিন্ন পর্যায়ের অসংখ্য নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় আলমসাধু পাওয়ার ট্রলির মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১

দামুড়হুদা উপজেলার ছোট দুধপাতিলা গ্রামে গরু বোঝায় আলমসাধু ও পাওয়ার ট্রলির মুখোমুখি সংঘর্ষে ১ জন নিহত হয়েছে ও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

আজ শনিবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে একজন মৃত্যু বরণ করে। গত শুক্রবার বেলা দেড়টার দিকে ছোট দুধপাতিলায় রতনের দোকানের সামনে বটতলায় এ দূর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যাক্তি হলো দামুড়হুদা উপজেলার বড় দুধপাতিলা গ্রামের মৃত আত্তাব মন্ডলের ছেলে আমিরুল ইসলাম (৬৫) এবং আহত ব্যক্তি হলো একই গ্রামের সেলিম উদ্দিনের ছেলে বিপুল (২৭)। আহত ব্যক্তি বর্তমান চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি আছে।

স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে, শুক্রবার জুম্মার নামাজের সময় উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ছোট দুধপাতিলা গ্রামে রতনের দোকানের সামনে বটতলায় ধান ঝাড়া মেশিন বোঝাই আলমসাধু ও অপর দিক থেকে গরু বোঝায় পাওয়ার ট্রলি রতনের দোকানের সামনে বটতলা নামক স্থানে এসে পৌঁছালে দুইটা গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটলে এ দূর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় এলাকাবাসী এসে দ্রুত তাদেরকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। আজ শনিবার রাত ১.৩০ মিনিটে কর্তব্যরত চিকিৎসক আমিরুল ইসলামকে পরিক্ষা নিরিক্ষার পরে মৃত ঘোষণা করেন এবং অপর আহত বিপুল চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছে। গতকাল বাদ জোহরের নামাজ শেষে নিহত ব্যক্তিকে গ্রামের কবরস্থানে দাফন কার্য সম্পূর্ণ করা হয়।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবীর বলেন, এবিষয়ে এখন পর্যন্ত কেউ কোন অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে জামায়াতে ইসলামীর মতবিনিময় সভা

দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতে ইসলামী। আজ শুক্রবার সকাল ১০টার সময় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মোঃ নায়েব আলীর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মোঃ রুহুল আমীন।

এসময় প্রধান অতিথি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যে বলেন, এদেশে কেউ যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে না পারে সেদিকে আমাদের সকলকে লক্ষ্য রাখতে হবে। দূর্নীতি করে কেউ যেন পার পেয়ে না যায় সেজন্য

আপনাদের কে তথ্য দিয়ে প্রশাসন কে সাহায্য করতে হবে। ভাল কে ভাল বলার সৎ সাহস আপনাদের কাছে আমরা কামনা করি। সমাজের ইতিবাচক খবর গুলোকে আপনারা গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করবেন, যেন সমাজের মানুষ ইতিবাচক কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

তিনি আরো বলেন, জামায়াতে ইসলামীর সকল নেতা কর্মী মাদকমুক্ত, দূর্নীতি মুক্ত, দখলদার মুক্ত, টেন্ডারবাজ মুক্ত, সন্ত্রাস মুক্ত, গ্রুপিং মুক্ত, জামায়াতের মূল শক্তি আল্লাহর উপর ভরসা, ধৈর্য্য এবং দলীয় শৃংখলা তার পরেও যারা আমাদের গালিদেয়, মারে, জেলে পুরে হত্যা করতে চাই, শত্রুতা করতে চাই, তাদের রাজনৈতিক শক্তি কি তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কি? তারা কি দেশ এবং জাতীর জন্য কিছু করতে চাই না নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য রাজনীতি করে? এই প্রশ্ন আপনাদের মাধ্যমে জাতীর কাছে রাখলাম। আমরা বিশ্বাস করি দুনিয়ার জীবনের সমাপ্তি আখেরাতের জীবনের সূচনা, দুনিয়ার প্রত্যেকটি কাজের হিসাব আখেরাতে দিতে হবে ।

দুনিয়ার জীবন খুবই ক্ষণস্থায়ী আখেরাতের জীবন স্থায়ী। দুনিয়ার জীবনে সুখ দুঃখ উভয়ই আসে আর আখেরাতে শুধুই সুখ অথবা শুধুই দুঃখ । আমরা জামায়াত কর্মীরা আখেরাতের জীবন কে প্রাধান্য দেয় বলেই দুনিয়ার এই তথাকথিত প্রতিযোগীতায় গিয়ে অর্থশালী হতে আগ্রহী হয় না। শেখ হাসিনা সরকার এক “দলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে গিয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন করে সাংবাদিক দের স্বাধিনতা হরণ করেছিল। স্বৈরাচার শেখ হাসিনা এক দলীয় ফ্যাসিস্ট শাসন ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্য ডিজিটাল আইনে শত শত মামলা করলেও, সাগর রুণীর হত্যা সহ অসংখ্য সাংবাদিক’দের হত্যার বিচার হয়নি। বরং দিনের পর দিন উক্ত হত্যা মামলার বিচার বিলম্বিত করে ঝুলিয়ে রেখেছে। আমরা চাই আইন বর্হিভূত হত্যার বিচার হোক। সকল দূর্নীতির বিচার হোক। সকলেই আইনের শাসনের আওতায় আসুক। সরকারের সকল কর্মচারী, পুলিশ প্রশাসন, সাংবাদিক সহ সরকারী সকল দপ্তর রাজনীতি মুক্ত হোক।

দামুড়হুদা উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী মোঃ আবেদ উদ দৌলার সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাও মোঃ আজিজুর রহমান, জেলা সেক্রেটারী এ্যাড. মোঃ আসাদুজ্জামান, সহকারী সেক্রেটারী এ্যাড. মোঃ মাসুদ পারভেজ রাসেল, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী সেক্রেটারী মোঃ রফিকুল ইসলাম জিয়া, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন শাখার আমির মোঃ আবুল বাশার। মতবিনিময় সভার শুরুতেই পবিত্র কোরআন তেলোয়াত করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী সেক্রেটারী মোঃ

রফিকুল ইসলাম জিয়া।

দামুড়হুদায় ইউপি প্যানেল চেয়ারম্যান নির্বাচিত ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদে গতকাল বুধবার সকাল ১০ টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আ:করিম বিশ্বাসের সভাপতিত্বে পরিষদের ইউপি সদস্য ও সচিবদের সাথে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় তিন প্যানেল চেয়ারম্যান পদত্যাগ করায় পরিষদে সর্বসম্মতি ক্রমে ৯ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য সাজিবার রহমানকে ১ নং প্যানেল চেয়ারম্যান, ১ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য আলমগীর হোসেনকে ২ নং প্যানেল চেয়ারম্যান ও সংরক্ষিত মহিলা আসনের ইউপি সদস্য সুমিয়া খাতুনকে ৩ নং প্যানেল চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়।

সভাপতির বক্তব্য চেয়ারম্যান আ:করিম বিশ্বাস তার বক্তব্য বলেন আমি স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ছিলাম। আমাকে ইউনিয়নের সাধারন মানুষ দলমত নির্বিশেষে ভোট দিয়ে আমাকে নির্বাচিত করেছে। আমি চেয়ারম্যান হিসাবে ইউনিয়নের সকলের চেয়ারম্যান। আমি শুরু থেকে দলমতের উর্দ্ধে থেকে পরিষদে সাধারন মানুষকে সেবা দিয়ে আসছি। গরীব দুখী মেহনতি মানুষের সেবা করে আসছি। চেয়ারম্যান হিসাবে চেয়ারে বসে কখনো কোন দলের পক্ষপাতিত্ব করে কাজ করিনি। চেষ্টা করেছি প্রকৃত নাগরিক সেবা দিতে। অসহায় দুস্থদের প্রাপ্য সেবা টুকু দিতে। আজকে আমি খুবই খুশী। আজকে আপনারা আমাকে আপনাদের চেয়ারম্যান মনে করেন বলে আমি সকলের সহযোগীতায় সকলের ভালোবাসায় পরিষদে অফিস করতে পারছি। আপনাদের ভালোবাসার কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম টুটুল, সাজিবার মেম্বর, আলমগীর হোসেন, সিরাজুল ইসলাম, মনিরুজ্জামান মন্টু, বিল্লাল হোসেন, আ:রাজ্জাক,

আনেহার খাতুন, সুমাইয়া খাতুন, দেলোয়ারা খাতুন, মাহবুবুর রহমান, ইউপি সচিব হাসানুজ্জামান, হিসাবরক্ষক মতিয়ার রহমান, উদ্যোক্তা হারুন, ওমেদুল হক প্রমুখ।

দামুড়হুদার ইউপি চেয়ারম্যান ইয়ামিনের পদত্যাগের দাবীতে মানববন্ধন

দামুড়হুদার নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ ইয়ামিন আলীর পদত্যাগের দাবিতে ইউনিয়নের সর্বস্তরের ছাত্র-জনগণ মানববন্ধন করেছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে দামুড়হুদার নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদের সামনে শত শত মানুষ মানববন্ধন করেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, দীর্ঘ ১৫বছর এই অবৈধ আওয়ামী লীগ সরকার দেশের মানুষের কন্ঠরোধ করে অন্যায় ভাবে ক্ষমতা আকড়ে ছিলো। এই অবৈধ সরকারের অবৈধ পন্থায় নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী ভোট চুরি করে চেয়ারম্যানের চেয়ার দখল করে আছে। এই পরিষদের সেবা নিতে আসা জনগণ প্রতিনিয়ত হয়রানির স্বীকার হয়েছেন। ক্ষমতার প্রভাব দেখিয়ে সে সাধারণ জনগনের উপর ছড়ি ঘুরিয়েছেন। এখন আর তার মতো অবৈধ ভোট চোর চেয়ারম্যান কে চেয়ারে বসতে দিতে চান না ইউনিয়নের সর্বস্তরের জনগণ। তার পদত্যাগের দাবীতে ফুষে উঠেছে ইউনিয়ন বাসী।

বক্তারা আরও বলেন, এই ইয়ামিন চেয়ারম্যান অবৈধ সরকারের অবৈধ ক্ষমতার প্রভাবে প্রতিনিয়ত ইউনিয়ন বাসীর উপর অন্যায় ও নির্যাতন করে আসছে। তার নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন সাধারণ মানুষ। সে দীর্ঘদিন যাবত আদম ব্যবসা করে নিরিহ মানুষের লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করে বনে গেছেন কোটি টাকার মালিক। তার অবৈধ ক্ষমতায় দাফটে কেউ মুখ খুলে প্রতিবাদ করতেও সাহস করেনি। কেউ তার বিভিন্ন অপকর্মের প্রতিবাদ করতে গেলে পুলিশ ও তার নিজেস্ব ক্যাডার বাহিনী দিয়ে নির্যাতন করার ও ঘটনা আছে রহরহ। অবিলম্বে তার পদত্যাগের দাবী তুলেছে স্থানীয় ছাত্র-জনগণ।

দামুড়হুদা কাঁঠালতলায় গরু বোঝায় পাওয়ারট্রলি উল্টে ৪ জন আহত

দামুড়হুদা উপজেলার কাঁঠালতলা নামক স্থানে গরু বোঝায় পাওয়ারট্রলি উল্টে ৪ জন গরু ব্যাবসায়ী মারাত্মক আহত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে অন্ধকারে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এ দূর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা থানাধীন হাউলী ইউনিয়নের দর্শনা টু চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের জয়রামপুর কাঁঠালতলা নামক স্থানে রাত সাড়ে ৮ টার

দিকে একটি পাওয়ার ট্রলি মেহেরপুর হাটে গরু বেচাকেনা করে দুধপাতিলা নিজ বাড়ির উদ্দেশ্য যাওয়ার সময় কাঁঠালতলা নামক স্থানে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা মেহগনি গাছের সহিত ধাক্কা লেগে গাড়িতে অবস্থান করা ০৭ জন গরু ব্যবসায়ি আহত হয়। এর মধ্যে জামাল (৫৫) পিতাাঃ মৃত আজিজুল সরদার, লালটু (৩৫) পিতাঃ মোসলেম, শিমুল (১৭) পিতাঃ হাবলু, খটুক (৩০) পিতাঃ কাসেম সর্বসাং উপজেলার দুধপাতিলা। এদের মধ্যে ০৪ জনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় লোকজন দর্শনা ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। ভিকটিম চারজন বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদের মধ্যে শিমুলের অবস্থা আশঙ্কাজনক জনক।

দামুড়হুদায় চক্রান্তকরে ছেলেকে

পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় চক্রান্তকরে হেরোইন দিয়ে ছেলেকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজি মঙ্গলবার বিকাল ৫ টার সময় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখত বক্তব্যে পাঠ করেন আমিনা খাতুন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখত বক্তব্যে জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার বদনপুর গোরস্থানপাড়ার গাফফার আলী’র স্ত্রী মোছাঃ আমিনা খাতুন
(৪০) লিখিত বক্তব্যে বলেন, উপজেলার চিৎলা গ্রামের শাহিদুল মালিতার ছেলে মোঃ স্বপন আলী (৩৮) এবং আশাদুল হোসেন এর ছেলে মোঃ তুষার (৩০) এরা এলাকার আওয়ামীলীগের ক্যাডার ও চিন্হিত মাদক ব্যাবসায়ী, এদের সহিত পূর্ব হতে আমার ছেলে মোঃ শাহিন রেজা (১৮) এর বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। সেই সুবাদে উক্ত বিবাদীদ্বয় ষড়যন্ত্রমূলকভাবে গত ইং ৩১/০৭/২০২৪ তারিখ বিকাল অনুমান সাড়ে ৪ টার দিকে দামুড়হুদা থানাধীন বদনপুর গ্রামস্থ আমাদের বাড়ির সামনে আসিয়া আমার ছেলেকে ডাকাডাকি করতে থাকে। ঐ সময়ে আমার ছেলে তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের বাড়ির সামনে পাকা রাস্তার উপর গেলে উক্ত বিবাদীদ্বয় আমার ছেলেকে পুলিশের নিকট ধরিয়ে দেয়। তারপর আমার ছেলেকে হেরোইন মামলায় চালান দেয়। বর্তমানে আমার ছেলে চুয়াডাঙ্গা জেল হাজতে আছে। আমার ছেলের নিকট কোন হেরোইন না থাকা সত্ত্বেও উক্ত দুইজনের যোগসাজশে আমার ছেলেকে মিথ্যা দোষারোপ করে আমার ছেলের বিরুদ্ধে হেরোইন এর মামলা দেয়। পরবর্তীতে স্বপন ও তুষার এর নিকট যেয়ে আমার ছেলেকে ষড়যন্ত্রমূলকভবে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা দুজনেই আমাদেরকে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ সহ জীবনের মতো শেষ করিয়া দেওয়ার হুমকি প্রদান করিতে থাকে। ইহা ছাড়াও তারা আমাকে সহ আমার পরিবারের লোকজনকে খুন-জখমের ও প্রাণ নাশের হুমকি ধামকী প্রদান করিয়া বলে যে, তোদেরকে কুপিয়ে এইখানেই মাটি চাপা দিয়ে দেবো। তারা আরোও বলে যে, ঘটনার বিষয়ে যদি থানা-পুলিশ করিস তাহলে তোকে ও তোর পরিবারের লোকজনকে রাতের আধারে খুন করে তোদের লাশ পুড়িয়ে ফেলবো মর্মে হুমকি প্রদান করে আসতেছে। বিবাদীর এমন অত্যাচারের কারনে আমি ও আমার পরিবারের লোকজন খুবই আশংকাজনক ভাবে জীবন-যাপন করছি।
ঘটনার বিষয়ে স্থানীয় লোকজন অবগত আছেন। আমার ধারনা তারা দুজন আমাকে ও আমার পরিবারের লোকজনকে যে কোন সময়ে খুন-জখম সহ বড়

ধরণের ক্ষতি-স্বাধন করতে পারে। উক্ত বিষয়টি স্থানীয়ভাবে সমাধান করিতে ব্যর্থ হওয়ায় পরিবারের সহিত আলাপ আলোচনা করে আপনাদের কার্যালয়ে আসিয়া সংবাদ সম্মেলন করিতে কিছুটা বিলম্ব হইল।

দামুড়হুদায় উপজেলা আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় উপজেলা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও সাম্রদায়িক সম্প্রীতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকাল সাড়ে ৩ টায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সভাকক্ষে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বক্তারা স্বৈরাচারী ফ্যাস্টিট হাসিনা সরকারের পতন হওয়ার পর দেশের চলমান পরিস্থিতিতে দামুড়হুদা উপজেলার সার্বিক আইন শৃঙ্খলা নিয়ে মতামত প্রকাশ করেন। আগামীতে সার্বিক বিষয়ে আইন শৃঙ্খলার যেন কোন অবনতি না ঘটে সে জন্য করনীয় শীর্ষক আলোচনা করা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে এসময় সভায় উপস্থিত ছিলেন মেজর খান সজিবুল ইসলাম পিপিএম,পিএসসি, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান তানিয়া খাতুন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান, উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর মাও: আজিজুর রহমান, উপজেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর নায়েব আলী, উপজেলা স্বাস্থ্য ও প. প. কর্মকর্তা ডাঃ হেলনা আক্তার নিপা, উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, দামুড়হুদা মডেল থানার পরিদর্শক হিমেল রানা, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বিপ্লব কুমার সাহা, দর্শনা থানা বিএনপির প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট, সাবেক উপজেলা মুক্তি যোদ্ধা কমান্ডার রেজাউল করিম, মুক্তিযোদ্ধা চাঁদ আলী, আব্দুল হাই, দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের আহবায়ক শামসুজোহা পলাশ, যুগ্ম আহবায়ক মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, সদস্য সচিব তানজির ফয়সাল, দর্শনা প্রেস ক্লাবের সভাপতি একরামুল হক পিপুল, উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি উত্তম রঞ্জন দেবনাথ, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন

পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শরিফুল আলম মিল্টন, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক জিতু আহসান, তানভীর রহমান, উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার তোফাজ্জেল হোসেন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার আবু হাসান, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার ইনস্ট্রাক্টর রোকনুজ্জামান, উপজেলা তথ্য অফিসার সানজিদা আফরিন, আনসার ভিডিপি অফিসার মোঃ সাজিদ, উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, রাজস্ব কর্মকর্তা দর্শনা জাহিদুজ্জামান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড সুপারভাইজার মারিয়া মাহবুবা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এস এম বজলুর রশীদ, দামুড়হুদা ডিএস মাদ্রসার সুপার মোজাফফর হোসেন, কার্পাসডাঙ্গা ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আব্দুল কাদির, দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড বাজার কমিটির সভাপতি মাকসুদুর রহমান রতন, উপজেলা মডেল মসজিদের পেশ ঈমাম মুফতী মামুনুর রশীদ প্রমূখ।

দামুড়হুদায় বিএনপির নেতাকর্মীদের উদ্যোগে গীর্জা ও মন্দির পাহারা

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম টুটুল এর নেতৃত্বে যুবদল ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দল মৎস্যজীবী দল গত ৫ ই আগষ্ট থেকে নিয়মিত ভাবে ইউনিয়নের বিভিন্ন গির্জা মন্দির সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়ান ও নেতাকর্মীদের নির্দেশনা দেন তাদের গীর্জা মন্দির পাহারা দেবার।

সেই থেকে আজ শনিবার অবধি বিএনপির নেতাকর্মীরা নিয়মিত ভাবে মন্দির ও গীর্জা পাহাড়া দিচ্ছেন ও কেউ যাতে কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটানোর সুযোগ না পাই সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখছেন।

এসময় ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম টুটুল তার বক্তব্য বলেন আমরা বাংলাদেশের জনগন। সকলে আমরা ভাই ভাই।এখানে সাম্প্রদায়িকতার কোন জায়গা নেই।আপনারা নির্ভয়ে বসবাস করবেন। আমরা আপনাদের পাশে আছি। আমাদের দলীয় সকল নেতাকর্মী আপনাদের পাশে

আছে।

এ সময় তিনি আরো বলেন বিএনপি সংখ্যালঘুদের পাশে অতীতে যেমন ছিলো বর্তমানেও আছে আর ভবিষ্যতেও আপনাদের পাশে থাকবে।এসময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন সহ এলাকাবাসী এমন উদ্যোগে সাধুবাদ জানান। তারা বলেন বিএনপির নেতাকর্মীরা শুরু থেকে আমাদের গীর্জা ও মন্দির পাহারা সহ নিয়মিত আমাদের সার্বিক খোঁজখবর অব্যাহত রেখেছেন।

দামুড়হুদায় পিকাপ ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ আহত ২

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর স্কুল বটতলা নামক স্থানে পিকাপ ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ২ জন মারাত্মক আহত হয়েছে। আজ শনিবার বিকাল ৩ টার দিকে এ সংঘর্ষ ঘটে। আহতরা হলো উপজেলার জয়রামপুর মাঠপাড়ার আব্দুর রহিম এর ছেলে মোঃ মিজান (২০) ও আবু সুনু’র ছেলে মোঃ মিথুন (২১)।

স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর কাঁঠালতলা থেকে মোটরসাইকেল যোগে দামুড়হুদায় যাওয়ার পথে জয়রামপুর স্কুল বটতলা থেকে আনুমানিক ২০০ গজ উত্তরে কৃষি পয়েন্টের সামনে নীল রঙের একটি খুলনা মেট্রো ১১-১৬১৫ নাম্বারের পিকাপ এর সহিত মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। উক্ত দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী দুইজন পিচ রাস্তার উপরে সিটকে পরে গুরুতর আহত হয়।

তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় লোকজন আহত দুইজনকে চিকিৎসার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। মোটর সাইকেল আরোহী মিজান গুরুতর আহত হওয়ায় তাকে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাজশাহী রেফার্ড করেন। আহত মিথুন বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। সংবাদ পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং ঘটনাস্থল থেকে একটি মিনি পিকাপ ও মোটরসাইকেল উদ্ধার করে

থানা হেফাজতে নেওয়া হয়। এদিকে দূর্ঘটনার পরে পিকাপের ড্রাইভার কে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

স্থানীয়রা বলেন, মোটরসাইকেল আরোহী মিজান খুবই উৎশৃঙ্খল, মোটরসাইকেলের জন্য বাসায় খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল, সেজন্য মিজানের পিতা আব্দুর রহিম ১৫ দিন আগে মটরসাইকেলটি কিনে দিয়েছে। তারা আরো বলেন দ্রুত গতিতে মোটরসাইকেলটি হেলে দুলে যাচ্ছিল, দূর্ঘটনায় পিকাপের কোন দোষ ছিলোনা। আমাদের চোখের সামনে মোটরসাইকেলটি পিকাপে এসে সরাসরি ধাক্কা দেয়। এতে ভয় পেয়ে পিকাপের ড্রাইভার ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাই।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবীর বলেন, এখনো পর্যন্ত কেউ কোন অভিযোগ দায়ের করেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।